ক্যানবেরায় বাংলাদেশ এনভেরনমেন্টাল নেটওয়ার্ক (বেন) এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

গত ২ আগস্ট ২০০৮, শনিবার ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কম্যুনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ এনভেরনমেন্টাল নেটওয়ার্ক (বেন), অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টারের উদ্যোগে 'বেন' এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন' উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী সেমিনার, আলোচনা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাক্তন কূটনীতিক জনাব বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও সাবেক সংসদ সদস্য মিসেস কেরী টাকার, দ্য অস্ট্রেলিয়া ইনস্টিটিউট এর নির্বাহী পরিচালক ডঃ রিচার্ড ডেনিশ, অসএইডএর পরিবেশ বিভাগের পরিচালক জনাব ব্রায়ান ডওসন এবং অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জনাব মাহবুব হাসান সালেহ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বেন -অস্ট্রেলিয়ার আহবায়ক জনাব কামরুল আহসান খান। এছাড়া ক্যানবেরায় বেড়ে ওঠা বাঙালি শিশুদের পক্ষ থেকে সুবা কামাল এই পৃথিবীকে তাদের বাসযোগ্য করে রাখবার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। বেন এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ দশ বছরের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন বেনের অন্যতম উদ্যোক্তা সংগঠক ডঃ নিলুফার জাহান। উদ্বোধনী পর্বে বক্তারা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষার তাগিদ দিয়ে বলেন, নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের নিশ্চয়তা আমাদের মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে, এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জীবনের যেন অবমূল্যায়ন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, জীবন সর্বত্র সমান মূল্যবান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি ও বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সংষদীয় গ্রুপের চেয়ার জনাব ক্রেস হেইস, বিরোধীদলীয় এমপি ও পরিবেশবিষয়ক ছায়া মন্ত্রী জনাব গ্রেগ হান্ট এবং পরিবেশবাদী দল গ্রীন পার্টির সিনেটর মিসেস ক্রিস্টিন মিল্‌নে শুভেচ্ছা বানী প্রেরণ করেন। এছাড়াও বেন এর পক্ষ থেকে ডঃ নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের পক্ষ থেকে ডাঃ আব্দুল মতিন ও শুভেচ্ছা বানী প্রদান করেন। দিনব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালন করেন জ্যোতি রহমান।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে 'পরিবেশ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বে বিভক্ত সেমিনারের প্রথম পর্বে 'ভবিষ্যত জ্বালানি সমস্যা ও বাংলাদেশের পরিবেশের উপর প্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ এন সি দাস, 'বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে খনিজ প্রকল্পের উপকার ও ঝুঁকি' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত, ' জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের দূতাবাসের কাউন্সেলর জনাব নজরুল ইসলাম এবং 'পরিবহন ব্যবস্থা ও পরিবেশ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীষৃক নিবন্ধ উপস্থাপন

করেন ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ক্যামেরুন গর্ডন। সেমিনারের এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন অসএইডএর পরিবেশ বিভাগের পরিচালক জনাব ব্রায়ান ডওসন।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে 'পরিবেশ ও স্বাস্থ্য' বিষয়ক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আবুল হাসনাৎ মিল্টন, 'বাংলাদেশে হাসপাতাল বর্জ ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন পিএইডি গবেষণারত ডাঃ শম্পা বড়ুয়া এবং ডাঃ ডোমিনিক রবীন গুদা, ' বাংলাদেশে বন উজাড় এবং দারিদ্র: কে দায়ী' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ অজয় কর, 'বাংলাদেশে পরিবেশবিষয়ক আইনের মূল্যায়ন ও সংস্কারের জন্য করনীয়' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ জনাব ইমতিয়াজ কায়েস রিশা। সেমিনারের এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

সেমিনার শেষে মেলবোর্নের মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শরীফ আস সাবেরের পরিচালনায় উন্মুক্ত আলোচনা অুনষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক সর্বজনাব রনেশ মৈত্র, বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ ডঃ কামালউদ্দিন, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ডঃ স্বপন পাল, ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি এনামুল হক মুকুল, কৃষিবিদ জিয়াউল হক বাবলু, পিএইচডি গবেষক আহমেদ ইমরান, পিএইচডি গবেষক বায়েজিদুর রহমান, প্রমুখ। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবেশ উন্নয়নে করনীয় সম্পর্কে বহুবিধ পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনা শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ডঃ উম্মে সালমা।

সেমিনারের শেষ পর্যায়ে প্রাক্তন মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি আল গোর পরিচালিত পরিবেশবিষয়ক তথ্যচিত্র 'এ্যান ইনকনভেনিয়েণ্ট ট্রুথ' ও আনিসুর রহমান নির্মিত 'গ্রামের নাম ফুলবাড়ি' প্রদর্শিত হয়। বেনের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'প্রিয় ক্যানবেরা' ওয়েবসাইটের সম্পাদক শাহাদাত মানিকের সম্পাদনায় তথ্যবহুল একটি অনলাইন ক্রোড়পত্রও প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টঃ কামরুল আহসান খান, আহবায়ক বেন, অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টার।